তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৯

**এয়ার এরাবিয়া ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর ধন্যবাদ**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 আবুধাবি থেকে ফেরত আসা ১১২ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীকে বিনা ভাড়ায় পুনরায় আবুধাবিতে গমনের সুযোগ দেয়ায় এয়ার এরাবিয়া আবুধাবী ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

 আজ মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে এয়ার এরাবিয়া ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান।

 উল্লেখ্য এয়ার এরাবিয়া আবুধাবী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে এক পত্র মারফত জানিয়েছে, গত ১৪ আগস্ট এয়ার এরাবিয়ার মাধ্যমে আবুধাবিতে গিয়ে ভিসা জটিলতার কারণে ফেরত আসা ৪৪ জন প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় পুনরায় আবুধাবিতে পরিবহণ করবে। এছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে একই সময়ে আবুধাবী গিয়ে ফেরত আসা ৬৮ জন কর্মীকেও বাংলাদেশের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ বিনা ভাড়ায় (টিকিটে প্রযোজ্য সরকারি ট্যাক্স পরিশোধ সাপেক্ষে) পুনরায় আবুধাবিতে পরিবহণ করবে।

#

রাশেদুজ্জামান/ফারহানা/খালিদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৮

সাজা যাবজ্জীবন থেকে মৃত্যুদণ্ড করায় ধর্ষণের অপরাধ কমবে

 -- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় ধর্ষণের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান ছিল। মস্ত্রিসভার আজকের বৈঠকে উক্ত আইনের ৯(১) ধারায় সংশোধনীর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। সংশোধনী অনুযায়ী ধর্ষণের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ধারা ৯(১) এর সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় ৯(৪) ধারাতেও সংশোধন আনা হয়েছে। ধর্ষণের সাজা যাবজ্জীবন থেকে মৃত্যুদণ্ড করায় এই অপরাধ কমে আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

 মন্ত্রী আজ তাঁর গুলশান অফিসে সাংবাদিক ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগে হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারা সংশোধন করে সাধারণ জখমের জন্য আপসের বিধান রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী ১১(গ) ধারা সংশোধন করে আপসের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া ২০১৩ সালের শিশু আইনের একটি সংশোধনী আনা হয়েছে।

 আনিসুল হক বলেন, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে উল্লিখিত সংশোধনীগুলো ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকায় এটা অধ্যাদেশ আকারে জারি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আগামীকাল রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে এটাকে অধ্যাদেশ হিসেবে জারি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার।

 সরকার আইনে বিশ্বাস করে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আইনি প্রক্রিয়ায় যতটুকু সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে ধর্ষণ মামলাগুলো সম্পন্ন করার ব্যবস্থা ও চেষ্টা সরকার করবে।

 মন্ত্রী বলেন, আগে স্বাক্ষীদের আদালতে আসার ব্যাপারে কিছু সমস্যা ছিল। এখন সরকার ডিজিটাইজেশনের সাহায্যে স্বাক্ষীদেরকে মোবাইলের মাধ্যমে মেসেজ দেওয়ার একটি পদ্ধতি অবলম্বন করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এসব নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে ধর্ষণ মামলা-সহ অন্যান্য মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। স্বাক্ষী সুরক্ষা আইন নিয়েও সরকার কাজ করছে বলে মন্ত্রী জানান।

#

রেজাউল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৭

**বঙ্গবন্ধু স্কয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 আজ গাজীপুরের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্কয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্কয়ার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু স্কয়ার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল দায়িত্ব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে এর নির্মাণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করে। এর মূল নকশা প্রণয়ন করে স্থাপত্য অধিদপ্তর।

 নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য ভূমিকা তুলে ধরতে স্থাপনাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

 অনুষ্ঠানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল আলম, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সাঈদ নূর আলম, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল করিম/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৬

আইন সংশোধনে ধর্ষণ ও নির্যাতন বন্ধ-সহ বিচারের দীর্ঘ প্রক্রিয়া কমে আসবে

 -- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ৯ (১) ধারায় ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আজ মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়েছে। আগামীকাল অধ্যাদেশটি জারি হবে ও আগামী নভম্বরের সংসদে অধ্যাদেশটি আইন আকারে পাশ হবে। সমাজের সকলের সহযোগিতায় দেশ থেকে ধর্ষণ প্রতিহত করা সম্ভব হবে। যার ফলে ধর্ষণ ও নির্যাতন বন্ধ হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিজ দফতরে মন্ত্রীসভা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

 নতুন যে সংশোধনী আনা হয়েছে তার মাধ্যমে বিচারের দীর্ঘ প্রক্রিয়াটাও কমে আসবে বলে প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ করেন। শুধু আইন ও সরকার দিয়ে সব কিছু কিন্তু করা সম্ভব নয়। সরকারের সাথে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ, ইতিবাচক মানসিকতা ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে সমাজ ধর্ষণ মুক্ত হবে। যারা এ অপরাধের সাথে জড়িত হবে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বাংলার মানুষ অচিরেই স্বচক্ষে দেখতে পাবে বলে জানান তিনি।

 মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, যুগ্মসচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান ও প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৫

ধর্ষণ বিরোধী সমাবেশে তথ্য প্রতিমন্ত্রী

**শেখ হাসিনার হাতে দেশের মানুষ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে দেশের মানুষ যে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ তারই বহিঃপ্রকাশ মন্ত্রীসভায় ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা রেখে আইনের নীতিগত অনুমোদন।

 আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে ধর্ষণ বিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন,  জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। তাই যারা ধর্ষণের প্রতিকার না চেয়ে একে ইস্যু বানাতে চায়, জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করা হবে। সমাবেশে ধর্ষণ রোধ আইনের সংস্কারে সাত দফা সুপারিশমালা উত্থাপন করা হয়।

 বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরো বক্তৃতা করেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, অধ্যাপক মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, প্রফেসর মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

#

তুহিন/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭৪

**দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে সরকার কাজ করছে**

 **--- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ বা বন্ধ করা সম্ভব নয় । কিন্তু দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রশমন করে তা যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত "আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস"-২০২০ উপলক্ষে সাংবাদিকদের অনলাইন ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন ।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন,বন্যা কবলিত জেলাসমূহের মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ও উদ্ধারকাজ পরিচালনা করার লক্ষ্যে আগামী তিন বছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি: ৬০টি রেস্কিউ বোট তৈরি করে দিবে। রেসকিউ বোটসমূহ বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ ছাড়াও গৃহপালিত পশু পাখি, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দুর্যোগকালে ঢাকা থেকে ত্রাণসামগ্রী বহন করে নিয়ে যেতে ৬৪ জেলায় ৬৬টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে । এ বছরের শেষের দিকে এগুলো হস্তান্তর করা হবে। এতে খুব সহজে ত্রাণ সামগ্রী উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে । নতুন করে ৫০০টি উপজেলায় ত্রাণ গুদাম, এক হাজার বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, এক হাজার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং এক হাজার মুজিব কেল্লার জন্য পিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

 এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৩৮৭৩

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ২২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৪৭২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৭৩৮ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৫৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৯৪ হাজার ৩৯১ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৭২

ইলিশ আহরণের অবৈধ প্রচেষ্টা সফল হতে দেয়া হবে না

 -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে কোনোভাবেই দেশের জলসীমায় ইলিশ আহরণের অবৈধ প্রচেষ্টা সফল হতে দেয়া হবে না। এ সময় ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্রে মা ইলিশ আহরণ করতে দেয়া হবে না। মা ইলিশ থাকতে পারে এমন নদীতে কোনো নৌকাকে মাছ ধরতে দেয়া হবে না। নৌপুলিশ ও কোস্টগার্ডের টহলের পাশাপাশি অত্যাধুনিক উপায়ে মনিটরিং করা হবে যেন কোনো নৌকা বা জাহাজ ইলিশ ধরতে না পারে। এমনকি বিদেশ থেকে কোনো মাছ ধরার যান্ত্রিক নৌযান আসলে সেটাকেও আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আটক করা হবে।’

 আজ রাজধানীর সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২০ বাস্তবায়ন উপলক্ষে মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং এ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘এবছর বিশ্বে উৎপাদিত মোট ইলিশের ৮০ ভাগের বেশি বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়েছে। ইলিশ একটা সময় দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছিলো, সেই ইলিশ এখন সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা, নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, মাঠ প্রশাসন সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মা ইলিশ যাতে ধরতে না পারে, জাটকা নিধন যাতে বন্ধ হয়, এমনকি কৌশলগতভাবে যাতে কোনোভাবে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি।”

 মন্ত্রী আরো বলেন, এ উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত মা ইলিশ ধরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড ও মৎস্য অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক, সুবোল বোস মনি ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৮৭১

**জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৭ আশ্বনি (১২ অক্টোবর) :

 জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ আজ জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এইচিরো ওয়াশিয়োর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন।

 রাষ্ট্রদূত আহমদ প্রতিমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে জাপান সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ দুদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

 রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন বলেন, জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র এবং উন্নয়নের একনিষ্ঠ অংশীদার। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে জাপানের উন্নয়নের মডেলের অনুসরণে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা   আধুনিক, উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

 বিভিন্ন প্রয়োজনে জাপান বাংলাদেশের পাশে থাকায় রাষ্ট্রদূত জাপান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, করোনা মহামারি প্রতিরোধ এবং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাপানের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

 প্রতিমন্ত্রী এইচিরো বলেন, জাপান সর্বদা বাংলাদেশের পাশে ছিলো এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানেও জাপানের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন তিনি।

 বৈঠকে দূতাবাসের মিনিস্টার ড. জিয়াউল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন।

#

শিপলু/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/খোরশদে/২০২০/১৪৪০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৮৭০

**খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৭ আশ্বনি (১২ অক্টোবর) :

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এর সাথে আজ তাঁর অফিসে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন।

 সাক্ষাতকালে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক বিষয়সহ খাদ্য পণ্যের মান উন্নয়ন, টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন, চলমান খাদ্যগুদাম নির্মাণসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

 খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা দিন দিন আরো সুদৃঢ় হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো হলে দু'দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হয়। এসময় তিনি দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।

 হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী চলমান করোনা মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলেই এই করোনা মহামারির সময় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

#

সুমন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/খোরশদে/২০২০/১৪৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৯

**করোনাকালে শ্রমিকদের সুরক্ষায় নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার**

 **-শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

  শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষায় আর্থিক সুবিধা প্রদানসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার।

তিনি আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আলোচনা সভায় এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতনকারী, ধর্ষক, সন্ত্রাসী, লুটেরাদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করবে সরকার। জাতীয় শ্রমিক লীগ বঙ্গবন্ধুর সময় থেকেই শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণে পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলুল হক মন্টু বক্তৃতা করেন।

প্রতিমন্ত্রী পায়রা উড়িয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

#

আকতারুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৬৮

**বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক বহুমাত্রিক**

 **-- ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ২৭ আশ্বনি (১২ অক্টোবর) :

 বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বহুমাত্রিক। প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ যে কোন সমস্যার সমাধান সহজতর হয় বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

 তিস্তার পানিবন্টনসহ অভিন্ন নদীর পানি বন্টন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দু’দেশ আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টির সম্মানজনক সমাধানে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। ইতোমধ্যে আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে বলে তিনি জানান।

 আজ সচিবালয়স্থ কার্যালয়ে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর সাথে সাক্ষাতশেষে ব্রিফিং-এ মন্ত্রী এসব কথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, একুশ বছর দু’দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে কৃত্রিম দেয়াল ছিল তা এখন আর নেই। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এখন দুই প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগে নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে।

 তিনি বলেন, ইতোমধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যা ও ছিটমহল বিনিময়ের মতো সমস্যাও সমাধান হয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অফুরন্ত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এগিয়ে নিতে উভয় দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করছে।

 এসময় মন্ত্রী জানান, ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিআরটিসি’র জন্য নয়শ’ আটাশটি বাস এবং পাঁচশ’ ট্রাক সংগ্রহ করা হয়েছে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে। আশুগঞ্জ নদীবন্দর হতে সরাইল-ধরখার হয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার কাজ এগিয়ে চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 ওবায়দুল কাদের বলেন, দু’দেশের রাজনৈতিক দলের মাঝে সংযোগ বাড়াতে ভারতীয় জনতা পার্টি-বিজেপি’র একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ধরণের সফর দু’দেশের জনগণের বিদ্যমান সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

#

নাছের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশদে/২০২০/১৪৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৭

**দূর্গাপূজা উদ্‌যাপনে স্বাস্থ্যবিধির গাইডলাইন**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 দূর্গাপূজা উদ্‌যাপনকালে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে। গাইডলাইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত নিয়মসমূহ অনুসরণ করতে সকলের প্রতি অনুরোধ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

* মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ ও বাহির পথ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ও নির্দিষ্ট থাকতে হবে।
* পূজামণ্ডপে আগত ব্যক্তিবর্গ নির্দিষ্ট দূরত্ব (৩ ফুট/কমপক্ষে ২ হাত) বজায় রেখে লাইন করে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করবেন এবং প্রণাম শেষে বের হয়ে যাবেন। সম্ভব হলে পুরো পথ পরিক্রমাটি গোল চিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট করতে হবে।
* পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে এবং ভক্তের সংখ্যা অধিক হলে একাধিকবার পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা করতে হবে।
* পূজামণ্ডপে আগত সকলের মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। মাস্ক পরিধান ব্যতীত কাউকে পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।
* মন্দিরের প্রবেশ পথে হ্যান্ডস্যানিটাইজার, সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
* সর্দি, কাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে কেউ পূজামন্ডপে প্রবেশ করবেন না।
* হাঁচি বা কাশির সময় টিস্যু, রুমাল বা কনুই দিয়ে নাক ও মুখ ঢাকতে হবে। ব্যবহৃত টিস্যু ও বর্জ্য ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ঢাকনাযুক্ত বিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং জরুরিভাবে তা অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।
* প্রসাদ বিতরণ, আরতি প্রতিযোগিতা বা ধুনচী নাচ এবং শোভাযাত্রা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* ধর্মীয় উপাচার ব্যতীত অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোকসজ্জ্বা বর্জন করতে হবে।
* পূজা মণ্ডপে একজন থেকে আরেকজন নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যাতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিফলিত হয়।
* স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

#

শিব্বির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/আসমা/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৫

**আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুশাসন, নিশ্চিত করবে টেকসই উন্নয়ন’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সততা এবং দক্ষতার সাথে জনগণের প্রয়োজন মেটানোই সুশাসনের ভিত্তি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রক্ষায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক কর্মসূচির প্রচলন করেছিলেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় বনায়ন, স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত করে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সংকেত প্রচার, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা, দুর্গম এলাকায় মুজিব কিল্লা নির্মাণসহ বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ এ দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি খাতভিত্তিক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা প্রদানে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যা মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা, ত্রাণ বিতরণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সঠিক ব্যক্তিকে নগদ সহায়তা পৌঁছানো ইত্যাদি কর্মসূচি দুর্যোগকালীন দুর্ভোগ কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো টেকসইকরণের মাধ্যমে ত্রাণ সরবরাহ ও উদ্ধার কাজ নির্বিঘ্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, জনবান্ধব এসকল কর্মসূচি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির সাথে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেষ্ট থাকবে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। জাতির অগ্রযাত্রার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবরূপ দিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং শোষণমুক্ত দেশ গড়তে সকলকে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম ও জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৬৬

**আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতি বছরের ন্যায় দেশব্যাপী ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২০ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুশাসন, নিশ্চিত করবে টেকসই উন্নয়ন’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় ‘মুজিব কিল্লা’ নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’ প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার আদর্শের অনুসরণে আওয়ামী লীগ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দুর্যোগ থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে ১৯৯৭ সালে আমরাই প্রথম ‘Standing Orders on Disaster (SOD)’ প্রণয়ন করি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সারাবিশ্বে প্রশংসিত এ দলিলটি ২০১৯ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে যেখানে বজ্রপাত, পাহাড়ধস, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনাসহ সকলের করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত করার কারণে আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, সম্পদ, সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত ১০০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

 দেশের জনগণকে উন্নয়নের অংশীদার করে তাদের জীবনমানের উন্নতির জন্য আমাদের সরকার কাজ করছে। প্রতিটি গৃহহীন মানুষকে দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রাম শহরের সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো টেকসইভাবে নির্মাণের জন্য সম্প্রতি ৫৭৮৫ কিলোমিটার হেরিংবোন বন্ড রাস্তা, ২৬,৩৩১টি সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ২৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ৩২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ৪২৩ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৬৪ জেলায় ৬৬ টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আমরা বিশেষ কর্মসূচি চালু করেছি। এজন্য ইতোমধ্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের মানুষকে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। কর্মহীন হয়ে পড়া স্বল্পআয়ের লোকদের জন্য গত পাঁচ মাস যাবৎ খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা চালু রয়েছে। এ সকল জনবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় আমরা সচেষ্ট আছি।

 সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগের কারণে আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি প্রশমনের পাশাপাশি সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্যও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

 ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে সকলের সচেতনতা প্রয়োজন। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করতে দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলেই সচেতন থাকবেন বলে প্রত্যাশা করি। একযোগে কাজ করার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১১০০ ঘণ্টা